উসূলুল ঈমান

(ইসলামের মৌলিক আকীদা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি)

খণ্ড–২

ঈমান-পরিপন্থি বিষয়সমূহ : কুফর, শিরক ও নিফাক

ড. আহমদ আলী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

নাওয়াকিদুল ঈমান

এক. কুফরে আকবর (জঘন্যতর কুফর) ২০

- কুফরে আকবরের হুকুম ও পরিণতি ২২
- কুফরে আকবরের প্রকারভেদ ২৩
- তাকফীর (কাউকে কাফির বলে অভিযুক্ত করা) ২৯

দুই. নিফাকে আকবর (জঘন্যতর নিফাক) ৩৩

- নিফাকে আকবরের পরিচয় ও হুকুম ৩৩
- নিফাকে আকবরের নানা নিদর্শন ও মুনাফিকদের চরিত্র ৩৬
- মুনাফিকদের কাফির ফাতওয়া দান প্রসঙ্গ ৪৪

তিন. শিরকে আকবর (জঘন্যতর শিরক) ৪৭

- শিরকে আকবরের পরিচয় ৪৭
- কুফর ও শিরক : সম্পর্ক ৫০
- শিরকে আকবরের হুকুম ও ভয়াবহতা ৫১
- শিরকের প্রধান প্রধান কারণ ও পটভূমিকা ৫৫
- মুসলিম সমাজে শিরকের প্রাদুর্ভাব ৬৫

শিরক আকবরের প্রকারভেদ ও নানা প্রকাশ ৭০

এক. বিশ্বাসগত

- আল্লাহর যাতের মধ্যে কাউকে শরীক মনে করা ৭১
- আল্লাহ ব্যতীত কাউকে জগতের নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপক মনে করা ৭৫
- আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মৌলিক আইন ও বিধানদাতা মনে করা ৭৮
- আল্লাহ ব্যতীত কাউকে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মনে করা ৮৫
- আল্লাহ ব্যতীত কাউকে হিদায়াতের মালিক মনে করা ৯০
- গুণে ও বৈশিষ্ট্যে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা শরীক মনে করা ৯৪

দুই. কর্মগত

- গায়রুল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য ও দাসত্ব ৯৭

- মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের সঠিক পন্থা ১০২
- গায়রুল্লাহর ওপর নির্ভরতা ১০৭
- গায়রুল্লাহর প্রতি অলৌকিক আশা ১১১
- গায়রুল্লাহর প্রতি অলৌকিক ভয় ১১৩
- গায়রুল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসা ১২০
- গায়রুল্লাহর জন্য মান্নত করা ১২৮
- আল্লাহ ছাড়া অপর কারও নামে জবাই, কুরবানী করা ১৩৬
- জাদু করা ১৪১

তিন. বাচনিক

- গায়রুল্লাহর নিকট দু'আ করা ১৪৩
- গায়রুল্লাহর নিকট অলৌকিক সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা ১৪৭
- গায়রুল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ১৬০

শিরকের দিকে ধাবিতকারী বিষয়সমূহ

এক. পুণ্যবান লোকদের শানে বাড়াবাড়ি

- তাওয়াসসুল ১৬৩
- ওসিলার অর্থ ১৬৫
- ওসিলাবিষয়ক বিকৃত ধারণা ১৭০
- ওসিলা দিয়ে দু'আ করার হুকুম ১৭৪

দুই. কবরকেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি ১৯১

- কবরকে মসজিদে পরিণত করা ১৯৫
- কবর পাকা করা ১৯৮
- কবরের ওপর সৌধ, গম্বুজ নির্মাণ করা ২০০
- কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর প্রসঙ্গ ২১৬
- কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করা ২২২

তিন. মুশরিক ও আহলে কিতাবের সাদৃশ্য অবলম্বন ২৩০

চার. ছবি অঙ্কন, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নির্মাণ ২৩৩

পাঁচ. শিরকের আমেজমিশ্রিত শব্দাবলি উচ্চারণ ২৩৮

ছয়. শিরকের আমেজমিশ্রিত কর্মসমূহ ২৩৮

এক. কুফরে আসগর

- কুফরে আসগরের পরিচয় ও হুকুম ২৩৯
- কুফরে আসগরের প্রকারভেদ ২৪০

দুই. নিফাকে আসগর (ক্ষুদ্রতর কপটতা)

- নিফাকে আসগরের পরিচয় ও হুকুম ২৪৫
- নিফাকে আকবার ও নিফাকে আসগরের মধ্যে পার্থক্য ২৪৭
- নিফাকে আসগরে নানা নিদর্শন ও প্রকাশ ২৪৮

তিন. শিরকে আসগর

- শিরকে আসগরের পরিচয় ও হুকুম ২৫০
- শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের মধ্যে পার্থক্য ২৫১
- শিরকে আসগরের প্রকারভেদ ২৫৪

ক. খফী (অপ্রকাশ্য)

- প্রদর্শনেচ্ছা ২৫৪
- পার্থিব স্বার্থ চিন্তা ২৫৬
- উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভরতা ২৬০
- অশুভ, অযাত্রায় ও কুলক্ষণে বিশ্বাস করা ২৬২
- রোগের সংক্রমণবিষয়ক বিশ্বাস প্রসঙ্গ ২৬৪

খ. যাহির (প্রকাশ্য)

খ.১. কর্মগত

- গায়রুল্লাহকে সম্মানসূচক সাজদা করা ২৬৯
- শিরকী ঝাড়ফুঁক ২৭৪
- আংটি, বালা, তাগা-সুতা, তাবিজ-কবজ ব্যবহার করা ২৭৮
- গাছ, পাথর, স্তম্ভ, স্থান ও বস্তু থেকে বরকত লাভের চেষ্টা করা ২৮৬
- ভাগ্যগণনা ২৯৬

খ. ২. বাচনিক

- আল্লাহ ছাড়া অপর কারও নামে শপথ করা ৩০২
- আল্লাহর সমকক্ষতাজ্ঞাপক কথা বলা ৩০৩
- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে একই সর্বনামের মধ্যে যুক্ত করা ৩০৯
- নক্ষত্ররাজির দিকে বৃষ্টি বর্ষণের নিসবত করা ৩১০
- আল্লাহ ব্যতীত কোনো ব্যক্তির প্রতি নিয়ামতের নিসবত করা ৩১২

- যুগকে গালি দেওয়া ৩১৮
- বাতাসকে গালি দেওয়া ৩১৭
- কৃতকর্মের ব্যাপারে তাকদীরের ওপর আক্ষেপ করা ৩২০
- কাউকে শাহানশাহ, রাজাধিরাজ ও মহাবিচারক বলা ৩২২
- কাউকে রব্ব বা আবদ বলে সম্বোধন করা ৩২৫
- আল্লাহ ছাড়া অপর কারও প্রতি 'আব্‌দ' শব্দের সম্বন্ধ স্থাপন করা ৩২৬

নাওয়াকিদুল ঈমান

'নাওয়াকিদ' (نواقض) শব্দটি 'নাকিদাহ' (ناقضة)-এর বহুবচন। এর অর্থ ভঙ্গকারী, বিধ্বংসী। 'নাওয়াকিদুল ঈমান' বলতে ঈমানবিধ্বংসী এমন সব চিন্তা-বিশ্বাস বা কার্যকলাপকে বোঝানো হয়, যাতে কেউ লিপ্ত হলে তার আর ঈমান থাকে না, সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং পুরোই কাফিরে পরিণত হয়। অজু ভেঙে যাবার কারণ পাওয়া গেলে যেমন অজু ভেঙে যায়, তদ্রূপ ঈমান ভঙ্গ হবার কারণ পাওয়া গেলে ঈমানও ভেঙে যায়। উল্লেখ্য যে, অজু সম্পন্ন হওয়ার জন্য অজুর সব ফরজ পালন জরুরি; কিন্তু তা ভাঙার জন্য সব কটি কারণ একসাথে পাওয়া জরুরি নয়, যেকোনো একটি কারণ দ্বারাই অজু ভেঙে যায়। অনুরূপভাবে মুমিন হবার জন্য ঈমানের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সকল বিষয় পাওয়া জরুরি; কিন্তু তা ভঙ্গের জন্য ঈমানের সকল বিষয় অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা জরুরি নয়, যেকোনো একটি ঈমান ভঙ্গের কারণ পাওয়া গেলে ঈমান ভেঙে যায়।

ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলো তিন প্রকারে বিভক্ত : এক. কুফরে আকবর (জঘন্যতর কুফর), দুই. নিফাকে আকবর (জঘন্যতর নিফাক) ও তিন. শিরকে আকবর (জঘন্যতর শিরক)।

এক. কুফরে আকবর (জঘন্যতর কুফর)

'কুফর'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গোপন করা (الستر), আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা (التغطية)।[১] এ অর্থের নিরিখে রাত, কৃষক[২], জমি, সমুদ্র, মেঘ ও অস্ত্রধারী প্রভৃতি যেহেতু কোনো না কোনো বস্তুকে গোপন করে কিংবা আবৃত করে, তাই এগুলোকেও 'কাফির' বলা হয়।[৩] তবে এটি আভিধানিকভাবে 'শোকর' (কৃতজ্ঞতা)-এর বিপরীত শব্দরূপে বহুল প্রচলিত। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায়—কারও অবদান অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা (جحود النعمة والإحسان)। একে 'কুফর' বলার কারণ হলো, এতে অবদানকারীর অবদান গোপন করা হয়। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে এসেছে—

---

[১] যেমন : কবি লবীদ ইবনু রাবী'আহ (রা.) বলেন, في ليلة كفر النجومَ غمامُها—"এক (মেঘাচ্ছন্ন) রজনিতে মেঘমালা তারকারাশিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে।" (লবীদ, *দিওয়ান*, পৃষ্ঠা-১০২) এখানে كفر শব্দটি আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

[২] যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كمثل غيث اعجب الكفار نباته﴾—"তা বৃষ্টি সদৃশ, যার (উৎপাদিত) ফসল কৃষকদের মনকে খুশিতে ভরে দেয়।" (আল-কুরআন, ৫৭ : ২০) এ আয়াতে উল্লিখিত 'কুফ্ফার' শব্দ 'কাফির'-এর বহুবচন। এটি এখানে কৃষক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

[৩] বিস্তারিতের জন্য দেখুন, কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃষ্ঠা-১৮৩-৪।

وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ-

"তোমরা আমার (নিয়ামতরাজির) কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং কখনো আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"[৪]

শরিয়াতে 'কুফর' শব্দটি ঈমানের বিপরীত পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'কুফর' বলতে বোঝানো হয়, যে সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনা ফরজ—এ ধরনের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা কিংবা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না নেওয়া। বিশিষ্ট মুফাস্‌সির আবুস সা'উদ ও ইবনু আশূর (রাহ.) প্রমুখ বলেন—

إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به-

"(কুফর হলো) এমন সব বিষয় অস্বীকার করা, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) (আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে) নিয়ে এসেছেন বলে প্রকাশ্যত জানা যায়।"[৫]

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত সংজ্ঞায় ضرورة শব্দটি نظر-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনের যেসব বিষয় জানার জন্য চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে না; বরং তা এতই প্রসিদ্ধ যে, সর্বসাধারণ তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানে।[৬] যেমন : আল্লাহর একত্ব; সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ ফরজ হওয়া; যিনা, মদ হারাম হওয়া প্রভৃতি।

মোটকথা, ঈমানের মূলকথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যাবতীয় শিক্ষা ও নির্দেশনাকে মনেপ্রাণে সত্য বলে গ্রহণ করে নেওয়া, যা তিনি ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছেন এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, কুফর হলো ওইরূপ অকাট্য বিষয়গুলো অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা কিংবা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না নেওয়া। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর প্রকাশ্য ও অকাট্য শিক্ষা ও নির্দেশনাগুলো কিংবা তন্মধ্যে যেকোনো একটিকে অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে কিংবা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না নেয়, সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। কারণ, সে আল্লাহর একজন চরম অকৃতজ্ঞ গোলাম, যে তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতরাজি অহর্নিশ ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ সে তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনা মেনে চলার কোনো গরজ অনুভব করছে না।

উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীসে অনেক বড়ো বড়ো পাপকর্মকেও[৭] 'কুফর' বলা হয়েছে। এর কারণ যতটুকু আমরা বুঝতে পারি, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমানের দাবি হলো, পাপ ও অবাধ্যতা বর্জন করা; ঈমানের সাথে পাপের সহাবস্থান মোটের ওপর কাম্য নয়। স্মতর্ব্য যে, ঈমানের ঘাটতি ব্যতীত কেউ বড়ো কোনো পাপে লিপ্ত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তাঁর সিফাতের প্রতি, পরকালের প্রতি, পরকালের ভয়াবহ শাস্তি ও সুমহান পুরস্কারের প্রতি কারও পরিপূর্ণ ঈমান থাকলে

---

[৪] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৫২।

[৫] আবুস সা'উদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃষ্ঠা-৩৫; ইবনু আশূর, *আত-তাহরীর..*, খ. ১, পৃষ্ঠা-২৪৯

[৬] বিশিষ্ট হানাফী ইমামগণের মতে, দ্বীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলো অস্বীকার করাই কুফর। তাঁরা এক্ষেত্রে বিষয়গুলো সুপ্রসিদ্ধ হওয়ার শর্তারোপ করেননি। (আলুসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃষ্ঠা-১২১)

[৭] যেমন : আল্লাহ প্রদত্ত বিধানসমূহের বাইরে গিয়ে ফয়সালা করা, মুসলিম ভাইদের সাথে হানাহানিতে লিপ্ত হওয়া, আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও নামে শপথ করা প্রভৃতি।

সে বড়ো কোনো পাপে লিপ্ত হতে পারে না। বড়ো কোনো পাপে লিপ্ত হওয়া তার ঈমানের ঘাটতি বা অপূর্ণতার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। তবে এরূপ ঘাটতি বা অপূর্ণতা যে যাবৎ পূর্ণ অবিশ্বাসে বা অস্বীকৃতিতে পরিণত না হয়, ততক্ষণ একে 'কুফরে আসগর' (ক্ষুদ্রতর কুফর) বা 'কুফরে আমলী' (ব্যাবহারিক কুফর) বলে অভিহিত করা হয়। আর যখনই এ পাপগুলোর সাথে পূর্ণ অবিশ্বাস বা অস্বীকৃতি যুক্ত হবে, তখন একে 'কুফরে আকবর' (জঘন্যতর কুফর) বা 'কুফরে ইতিকাদী' (বিশ্বাসগত কুফর) নামে অভিহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ আলিমগণের অভিমত হলো—কুরআন ও হাদীসে কুফররূপে চিহ্নিত পাপগুলো জঘন্য; তবে যদি কেউ পাপ ও নিষিদ্ধ জেনে নাফস বা শয়তানের প্ররোচনায় অথবা জাগতিক কোনো স্বার্থে সেসব পাপে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে এজন্য অপরাধী মনে করে, তবে সে পাপী মুমিন বলে গণ্য হবে; কাফিররূপে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে এরূপ কোনো নিষিদ্ধ কাজ বৈধ মনে করে অথবা তা বর্জন করা ঐচ্ছিক মনে করে বা এতৎসংক্রান্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করে চলা কোনো যুগের জন্য অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে অথবা অন্য কোনো ধর্ম বা আইনের বিধানকে এর চেয়ে অধিকতর উপযোগী ও কল্যাণকর মনে করে, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

● কুফরে আকবরের হুকুম ও পরিণতি

'কুফরে আকবর' আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল এবং চরম জঘন্য অপরাধ। এ প্রকারের কুফরে জড়িত ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডিবহির্ভূত; কাফির। এরূপ ব্যক্তি যদি সত্যিকারভাবে ঈমান গ্রহণ ছাড়াই মারা যায়, তবে সে আখিরাতে তার কুফরীর শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হবে এবং দুনিয়ার জীবনে কোনো সুকৃতি করে থাকলেও তার কোনো পুরস্কার পাবে না। অধিকন্তু, কিয়ামতের দিন কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশও তার কোনো উপকারে আসবে না।

উল্লেখ্য যে, ইসলামি শরিয়াতে কাফিরদের দুটি শ্রেণি রয়েছে :

এক. মূলগত কাফির বা অমুসলিম, যারা আদৌ ইসলাম গ্রহণ করেনি। যেমন : প্রকৃতি ও জড়বাদী নাস্তিক, অগ্নি-উপাসক ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী; যেমন : ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভৃতি। কুরআন ও হাদীস থেকে এ জাতীয় কাফিরদের কুফরের কথা স্পষ্টভাবে জানা যায়। মুসলিমদের কর্তব্য হলো, এসব কাফিরকে ইসলামের প্রতি নিরন্তর দাওয়াত জানানো। যদি তারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে তারা সাধারণত মুসলিমদের প্রতিপক্ষরূপে গণ্য হবে। তাদের ব্যাপারে বিধান হলো—যদি মুসলমানদের প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য থাকে এবং তারা ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক (ذمي) অথবা শান্তি-চুক্তিবদ্ধ (معاهد) বা নিরাপত্তা-আশ্রিত (مستأمن) না হয়, উপরন্তু ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা, যে যাবৎ না তারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেয়[৮] অথবা জিজিয়া দান করত মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

---

[৮] তবে এক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে :
ক. রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন,
খ. রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া,
গ. সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া ও

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-

"যাদের ইতঃপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম (বলে স্বীকার করে) না, (সর্বোপরি) যারা সত্য দ্বীনকে (নিজেদের) জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যে যাবৎ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়।"[৯]

উপরিউক্ত আয়াতে কেবল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করা হলেও এ বিধান সকল অমুসলিমের জন্যই প্রযোজ্য হবে।

দুই. যারা ঐতিহ্যসূত্রে মুসলিম; কিন্তু প্রকাশ্যে ঈমানবিধ্বংসী বিশ্বাস কিংবা কার্যকলাপে জড়িত। যেমন : কাদিয়ানী, চরমপন্থি বাতিনী সম্প্রদায় এবং ইসলামবিদ্বেষী বস্তুবাদী প্রভৃতি। এরা মুরতাদ (ইসলাম থেকে বিচ্যুত), কাফির। এদের জন্য ইরতিদাদের বিধান প্রযোজ্য হবে।[১০]

● কুফরে আকবরের প্রকারভেদ

কেউ কেউ কুফরে আকবরকে চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন।[১১] যেমন—

১. كفر الإنكار (প্রত্যাখ্যানমূলক কুফর) : আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে যথার্থ ধারণা না থাকার কারণে মনেও আল্লাহ তা'আলাকে স্বীকার না করা এবং মুখেও স্বীকার না করা।[১২] যেমন : প্রকৃতিবাদী ও নাস্তিকদের কুফর। অনুরূপভাবে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) সম্পর্কে যথার্থ ধারণা না থাকার কারণে মনে ও মুখে তাঁর একত্ব অস্বীকার করা। মক্কার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় এ ধরনের কাফিররাই বেশি বিদ্যমান ছিল, যাদের আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে কোনো যথার্থ জ্ঞান ছিল না। ফলে যেমন তারা মনে আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করত, তেমনি মুখেও তা স্বীকার করত না। এ জাতীয় কাফিরদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ-

---

ঘ. কেবল সামরিক ব্যক্তিদেরকেই আঘাতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা।

[৯] আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবা) : ৩৯।

[১০] ইরতিদাদের বিস্তারিত বিধান জানার জন্য পড়ুন, আমার প্রণীত *ইসলামের শাস্তি আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৮৩-২১৫।

[১১] সাম'আনী, *আত-তাফসীর*, খ. ১, পৃষ্ঠা-৪৫; বাগাভী, *মা'লিমুত তানযীল*, খ. ১, পৃষ্ঠা-৬৪; ইবনু 'আদিল, *আল-লুবাব*.., খ. ১, পৃষ্ঠা-৩১৫।

[১২] কেউ কেউ এ প্রকারের কুফরকে كفر الجهل والتكذيب (অজ্ঞতা ও মিথ্যা প্রতিপন্নকরণমূলক কুফর) নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি কোনো মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর নিকট থেকে আগত হককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে? জাহান্নামের মধ্যেই কি (এ) কাফিরদের ঠিকানা নয়?"[১৩]

২. كفر الجحود (অস্বীকৃতিমূলক কুফর) : মনে মনে আল্লাহকে স্বীকার করা; কিন্তু মুখে স্বীকৃতি না দেওয়া। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فلما جاءهم ما عَرَفُوا كَفَرُوا به-

"কিন্তু আজ যখন তাদের কাছে আগমন করল এমন বিষয়, যা তারা আগে থেকে জানত, তখন তা অস্বীকার করল।"[১৪]

এ আয়াতে কুফর দ্বারা এরূপ কুফরই উদ্দেশ্য। মক্কার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় এ ধরনের অনেক কাফিরও বিদ্যমান ছিল। যেমন : কবি উমাইয়া ইবনু আবিস সাল্‌ত। বর্তমানেও এ ধরনের অনেক কাফির রয়েছে, যারা মনে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু প্রকাশ্যে মুখে তা স্বীকৃতি দেয় না।

৩. كفر المعاندة (ঔদ্ধত্যমূলক কুফর) : মনেও আল্লাহকে স্বীকার করা এবং মুখেও তাঁর স্বীকৃতি দান করা; কিন্তু বিদ্বেষবশত বা স্বার্থবশত অথবা তিরস্কারের ভয়ে তাঁর প্রদত্ত দ্বীন ও শরিয়াতকে মনেপ্রাণে গ্রহণ না করা। মক্কার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় এ ধরনের অনেক কাফিরও বিদ্যমান ছিল। যেমন : আবু জাহল ও তার মতো অনেকেই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবু তালিবও এ ধরনের কাফির ছিলেন। তিনি মক্কার কাফিরদের তিরস্কারের ভয়ে আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন—

من خيرِ أَديانِ البَرِيَّةِ دِينَا ..عرضت دينا قد عرفت بأنه

لوَجَدْتَني سَمْحاً بذاك مُبِيناًلولا المَلامةُ أَو حِذارُ مَسَبَّةٍ

"তুমি এমন এক দ্বীন উপস্থাপন করছ, নিশ্চয়ই আমি জানি, তা সৃষ্টির জন্য একটি সর্বোত্তম দ্বীন।...যদি তিরস্কারের সম্মুখীন হবার বা কলুষিত হবার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে প্রকাশ্যে এ দ্বীন গ্রহণকারী হিসেবে পেতে।"[১৫]

বর্তমানে এ ধরনের কাফিরের সংখ্যাই প্রচুর, যারা ইসলামকে সত্য বলে জানা সত্ত্বেও কেবল বিদ্বেষবশত কিংবা স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে অথবা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়াতকে গ্রহণ করে নিতে পারছে না।

৪. كفر النفاق (কপটতামূলক কুফর) : মনে আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস না থাকা; কিন্তু পার্থিব ভয় বা লোভের কারণে কথায় ও কাজে তাঁর ও তাঁর দ্বীনের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রদর্শন করা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় মদীনায় এ ধরনের অনেক কাফির বিদ্যমান ছিল।

---

[১৩] আল-কুরআন, ২৯ (সূরা আল-'আনকাবূত) : ৬৮।

[১৪] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ৮৯।

[১৫] ইবনু ইসহাক, *সীরাতুন্নবী সা.*, পৃষ্ঠা-১৩৫; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ২, পৃষ্ঠা-৬৩, হা. নং ৪৯৫; ইবনু কাসির, *আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ*, খ. ১, পৃষ্ঠা-৪৬৪।

সূরা বাকারার ৮ থেকে ২০ নং আয়াতসমূহে এ জাতীয় কাফির সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরে আমরা এ প্রকারের কুফর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

কেউ কেউ কুফরের আরও চারটি প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো :

১. كفر الشك (সন্দেহজনিত কুফর) : অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত দ্বীনের কোনো বিষয়ে সন্দেহ থাকা। বর্তমানে এ ধরনের অনেক লোক রয়েছে, যারা না আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আবার না মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; বরং সন্দেহের আবর্তে ঘুরতে থাকে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ঈমান হলো কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। কাজেই দ্বীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়ে যদি কারও অন্তরে কিছু বিশ্বাস ও কিছু সন্দেহ থাকে বা অথবা দৃঢ় বিশ্বাসের পরিবর্তে দুর্বল ধারণা থাকে, তবে তাকেও কুফর বলে গণ্য করা হয়। পবিত্র কুরআনে একজন কাফির ও একজন মুমিনের আলাপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا -

"নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল এবং বলল, আমি ভাবতেই পারছি না, এ বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। অধিকন্তু, আমি এও মনে করি না যে, একদিন কিয়ামত হবে। (কিয়ামত যদি হয়ও) এবং আমাকে আমার রব্বের নিকট ফিরিয়েও নেওয়া হয়, তবে আমি অবশ্যই (সেখানে) এর চেয়েও উৎকৃষ্ট কিছু পাব। তদুত্তরে তার সাথিটি তাকে বলল, তুমি কি সত্যিই সেই মহান সত্তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রকতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরিশেষে তিনি তোমাকে মানুষের আকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ করেছেন?"[১৬]

২. كفر الإعراض (অবজ্ঞাজনিত কুফর) : দ্বীন ও ঈমানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ না করা, নির্লিপ্ত থাকা। বর্তমানে এ ধরনের অনেক লোক রয়েছে, যারা না দ্বীন ও ঈমানের কথা কান দিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে চায়, না মন দিয়ে বুঝতে চায়। তারা দ্বীন ও ঈমানের বিষয়গুলোকে নিরন্তর এড়িয়ে চলে; না এগুলো শেখার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ আছে, না মেনে চলার প্রতি কোনো আগ্রহ আছে। দ্বীন ও ঈমানের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে এভাবে এড়িয়ে চলা কুফররূপে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ-

"যারা কুফরী করে তাদেরকে যেসব বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।"[১৭]

---

[১৬] আল-কুরআন, ১৮ (সূরা আল-কাহফ) : ৩৫-৭।

[১৭] আল-কুরআন, ৪৬ (সূরা আল-আহকাফ) : ৩।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ-

"তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কেউ আছে, যাকে তার রব্বের আয়াতগুলোর সাহায্যে উপদেশ দেওয়া হয়, তা সত্ত্বেও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে আমি এসব পাপী থেকে প্রতিশোধ নেবই।"[১৮]

৩. كفر الاستهزاء (উপহাসজনিত কুফর) : দ্বীন ও ঈমানের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা, ব্যঙ্গ করা। মুসলিম সমাজেও এ ধরনের অনেক লোক রয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত দ্বীন ও ঈমানের নানা বিষয় নিয়ে উপহাস করে থাকে। উল্লেখ্য, দ্বীন ও ঈমানের কোনো বিধান নিয়ে উপহাস করা বা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলাও কুফররূপে গণ্য। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে ইসলাম ও এর বিভিন্ন বিধানকে কটাক্ষ করে কথা বলা এবং পশ্চিমাদের সুরে আলিম ও ইমামগণ সম্পর্কে, সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে ভালো-মন্দ মন্তব্য করা একশ্রেণির নামধারী মুসলিমদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, কোনো মুসলিম ইসলাম ও মিল্লতকে কটাক্ষ করে কথা বললে, গালি দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। মদীনার মুনাফিকরা প্রায়ই তাদের আসরগুলোতে বসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলমানদের নিয়ে হাসিতামাশা ও বিদ্রুপ করত। হাদীসে এ ধরনের লোকদের বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।[১৯] এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ..

"যদি তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করো, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশাই করেছি। আপনি তাদের বলুন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ,

---

[১৮] আল-কুরআন, ৩২ (সূরা আস-সিজদাহ) : ২২; আরও দ্র. ২০:১২৪-৬; ৪৩:৩৬-৩৮; ১৮:৫৭।

[১৯] এ ধরনের একটি ঘটনা হলো—মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাযী (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে জনৈক মুনাফিক কুরআনের ক্বারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলল—

ما أرى قُرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء-

"আমরা আমাদের কুরআন পাঠকারী লোকদেরকে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভোজনবিলাসী, বড়ো মিথ্যাবাদী ও যুদ্ধের সময় বড়ো কাপুরুষরূপে দেখতে পাই।"

তার এ কথা শুনে জনৈক মুমিন বলল, "তুমি মিথ্যা বলছ! তুমি একজন মুনাফিক।" পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হলে লোকটি তাঁর কাছে এসে বলল, يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب—"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা শুধু হাসিঠাট্টা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন—

{أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون} إلى قوله: {مجرمين}

"তাহলে তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?..." (ইবনু কাসির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃষ্ঠা-১৭১)

তাবুক যুদ্ধের সময় এভাবে মুনাফিকরা প্রায়ই বিদ্রুপ-পরিহাসের মাধ্যমে মুসলিম মুজাহিদদের হিম্মতহারা করার চেষ্টা করত। এ সময় অন্য এক আসরে বসে মুনাফিকরা আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের একজন বলল, "আরে, এ রোমানদেরকেও কি তোমরা আরবদের মতো মনে করছ?! কালকে দেখে নিয়ো, যেসব বীর বাহাদুর লড়তে এসেছেন, তাঁদের সবাইকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।" অপর মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যুদ্ধপ্রস্তুতিতে বিপুলভাবে কর্মতৎপর দেখে বলল, "উনাকে দেখো, উনি রোম ও সিরিয়ার দুর্গ জয় করতে চলেছেন!" (ইবনু কাসির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃষ্ঠা-১৭১-২)

তাঁর রাসূল ও আয়াতগুলোকে নিয়েই উপহাস করেছ? ছলনা করো না। এ কাজের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছ।"[২০]

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইসলাম ও তার কোনো বিধান এবং মুসলিম মিল্লতের শ্রদ্ধেয় আলিম ও ইমামগণকে কটাক্ষ করা কুফরীর নামান্তর।

৪. كفر البغض (বিদ্বেষপ্রসূত কুফর) : দ্বীন বা দ্বীনের কোনো বিষয়কে অপছন্দ করা, ঘৃণা করা। মুসলিম সমাজেও এ ধরনের অনেক লোক রয়েছে, যাদের মনে দ্বীনের প্রতি কোনো অনুরাগ ও ভালোবাসা তো নেই; বরং তারা দ্বীনের অনেক বিষয়কেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না, এগুলোকে খারাপ জানে, ঘৃণা করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দ্বীনের কোনো কোনো বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনাও করে থাকে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ঈমান হলো দ্বীন ও দ্বীনের বিধিবিধানগুলোকে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। উল্লেখ্য, দ্বীন ও দ্বীনের কোনো বিষয়কে অপছন্দ করা, মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে না পারা ঈমানের সুস্পষ্ট পরিপন্থি, কুফর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ-

"এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের কার্যাবলি নিষ্ফল ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন।"[২১]

● তাকফীর (কাউকে কাফির বলে অভিযুক্ত করা)

উপর্যুক্ত কুফরের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট জানা যায় যে, মুসলিম সমাজে অনেক নামধারী মুসলিমের মধ্যেই এসব কুফর পাওয়া যায়। তারা নিজেদেরকে মুমিনরূপে জাহির করার পরেও অনায়াসে বিভিন্ন ধরনের কুফরের মধ্যে লিপ্ত হয়। সমাজে তাদের এসব কুফরী কার্যকলাপ স্পষ্ট হবার পরেও এদেরকে 'কাফির' ও 'মুরতাদ' আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, কোনো কাজকে কুফর বলা এবং কোনো ব্যক্তিকে কাফির ও মুরতাদ আখ্যা দেওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। হতে পারে যে, কেউ বাহ্যত কুফরমূলক কোনো কাজ করল; কিন্তু সেই কাজ কুফর হবার ব্যাপারে তার অজ্ঞতা রয়েছে, কিংবা তার কাছে এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে, অথবা তা কুফর হবার ব্যাপারে সন্দেহ বা অস্পষ্টতা রয়েছে, অথবা তা কুফর হবার ব্যাপারে বিশ্বস্ত ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, অথবা সে কোনো জোরজবরদস্তির শিকার। কাজেই কোনো মুসলিম যে যাবৎ না প্রকাশ্যে কোনো সুস্পষ্ট কুফরীতে[২২] লিপ্ত হবে, তাকে কোনো পাপ কিংবা কোনো সন্দেহসূচক বা মতবিরোধপূর্ণ বিশ্বাস ও কর্মের কারণে কাফির আখ্যা দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।[২৩] ফকীহগণের মতে—

---

[২০] আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবা) : ৬৫-৬।

[২১] আল-কুরআন, ৪৭ (সূরা মুহাম্মাদ) : ৯।

[২২] যেমন আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা, রাসূল (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তাঁকে রাসূল ও সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস না করা এবং শরিয়াতের সর্বজনবিদিত ও অকাট্য কোনো বিধান (যেমন : নামাজ, রোজা, জাকাত...) অস্বীকার করা প্রভৃতি।

[২৩] সাইয়িদুনা আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ...

إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُهُ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ-

"কোনো বিষয়ে কাউকে কাফির বলার মতো বহু উপলক্ষ্য থাকলেও যদি তাতে এমন কোনো উপলক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় যে, যার ওপর ভিত্তি করে তাকে কাফির বলা যাবে না, তাহলে মুফতির জন্য উচিত হবে, মুসলিমের প্রতি সুধারণা পোষণ করত সেই উপলক্ষ্যকেই গ্রহণ করা।"[২৪]

ফকীহগণের এ কথার মর্ম হলো, ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি সাধারণত জেনেশুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। কারও কথা বা কর্ম বাহ্যত কুফরী হলেও যদি তার কোনোরূপ ইসলামসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তা দূরবর্তী হলেও সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মুমিন বলে ধরে নিতে হবে। সর্বোপরি ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওজর আছে কি না তা জানতে হবে। সেই ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে। মুল্লা আলী আল কারী (রাহ.) বলেন—

"কোনো মুমিন যদি এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয় বা কথা বলে, যা কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা অনুসারে কুফর বা শিরকরূপে গণ্য, তবে তার কর্ম বা কথাকে অবশ্যই শিরক বা কুফর বলা হবে; তবে ব্যক্তিগতভাবে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলার আগে দেখতে হবে যে, অজ্ঞতা, ব্যাখ্যা, ভুল বোঝা বা এ জাতীয় কোনো ওজর তার আছে কি না।"[২৫]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো মুসলিমকে কাফির বলতে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ-

"কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে 'কাফির' বলে সম্বোধন করলে তাদের দুজনের যেকোনো একজন তার সম্মুখীন হবে। যাকে কাফির ডাকা হয়েছে সে যদি বাস্তবিকই কাফির হয়,

---

"তিনটি বিষয় মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হলো—যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঘোষণা দেবে, তাকে আক্রমণ না করা এবং তাকে কোনো পাপের কারণে আমরা কাফির বলব না এবং কোনো আমলের কারণে ইসলাম থেকেও বের করে দেবো না।..." (আবু দাউদ, *আস-সুনান*, [কিতাবুল জিহাদ], হা. নং ২১৭০; হাদীসটি দুর্বল [সুয়ূতী, *আল-জামি'উস সাগীর*, খ. ১, ৩০৭, হা. নং ৩৪৩৪)

ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যার বরাত দিয়ে ইবনু নুজাইম ও ইবনু 'আবিদীন (রাহ.) প্রমুখ লেখেন যে—

لَا يَكْفُرُ بِالْمُحْتَمَلِ-

"কোনো সম্ভাবনাময় কাজের দ্বারা কেউ কাফির হবে না।"

(ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রা'য়িক*, খ. ২, পৃষ্ঠা-২৬৮; খ. ১৩, পৃষ্ঠা-৪৮৮; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১৬, পৃষ্ঠা-২৫৬)

[২৪] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ১২, পৃষ্ঠা-৭৭; ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রা'য়িক*, খ. ২, পৃষ্ঠা-২৬৮; খ. ১৩, পৃষ্ঠা-৪৮৮; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১৬, পৃষ্ঠা-২৫৬।

[২৫] মুল্লা আলী আল কারী, *শারহুল ফিকহিল আকবার*, পৃষ্ঠা-২৫৭-২৬২।

তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যদি সে বাস্তবিকই কাফির না হয়, তাহলে আহ্বানকারী নিজেই এ সম্বোধনের উপযোগী হবে।"[২৬]

তিনি আরও বলেছেন—

وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ-

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের প্রতি কুফরীর অভিযোগ দিলো, সে প্রকারান্তরে যেন তাকে হত্যা করল।"[২৭]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَرْضِ أَدِّي مَا أَخَذْتِ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ-

"এক ব্যক্তি সারাজীবন সীমালঙ্ঘন করল। এরপর যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তখন সে তার পুত্রদেরকে ওসিয়ত করে বলল, যখন আমি মৃত্যুবরণ করব, তখন তোমরা আমাকে আগুনে পোড়াবে, এরপর আমাকে ভস্মিভূত করবে। অতঃপর বাতাসের মধ্যে আমার দেহের ভস্মিভূত ছাইগুলো সমুদ্রের মধ্যে উড়িয়ে দেবে। আল্লাহর কসম! যদি আমার রব্ব আমাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন, তবে আমাকে এমন আজাব দেবেন, যে আজাব তিনি অন্য কাউকে দেননি। তার সন্তানরা তার ওসিয়ত অনুসারে কাজ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা জমিনকে নির্দেশ দিলেন, তুমি যা গ্রহণ করেছ তা ফেরত দাও! এরপর তৎক্ষণাৎ লোকটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। তখন তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ কেন করলে? লোকটি জবাব দেয়, হে আমার রব্ব! আপনার একান্ত ভয়ে। তখন তিনি তাঁকে এজন্য ক্ষমা করে দেন।"[২৮]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ ব্যক্তিটি একটি প্রকাশ্য কুফরী বিশ্বাস পোষণ করেছে। সে ধারণা করেছে যে, তার দেহ এভাবে পুড়িয়ে ছাই করে সমুদ্রে ছাড়িয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আর পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না এবং শাস্তিও দিতে পারবেন না। বাহ্যত তার এরূপ ধারণা ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি লোকটির নিখুঁত ভয়ের দিকে তাকিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। এ থেকে জানা যায় যে, একটি বিশ্বাস ও কর্ম সুনিশ্চিত কুফর হলেও উক্ত বিশ্বাস ও কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অতীব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

---

[২৬] বুখারী, *আল-জামি*, অধ্যায় : আদাব, হা. নং ৫৬৩৮, ৫৬৩৯; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : ঈমান, হা. নং ১৯২।

[২৭] বুখারী, *আল-জামি*, অধ্যায় : আদাব, হা. নং ৫৫৮৭, ৫৬৪০, অধ্যায় : আল আয়মান ওয়ান নুযূর, হা. নং ৬১৬১।

[২৮] মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : তাওবা, হা. নং ৪/৭১৫৭।